জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৫৪

তারিখঃ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ২৭ নভেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-৭

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা দাখিল, হলফনামার তথ্যসমূহ বাছাই এবং হলফনামার তথ্যাবলী প্রচার

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩খ) অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে ৮টি তথ্য ও কোন কোন তথ্যের সপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে কিনা এবং হলফনামার তথ্যসমূহ যথাযথ কিনা রিটার্নিং অফিসার তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ভোটারদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য প্রচারের সুবিধার্থে প্রার্থীগণের নিকট হতে হলফনামার মূল কপি ছাড়াও আরও দুটি ফটোকপি নিতে হবে। হলফনামার মাধ্যমে ৮ দফা তথ্য প্রদানের বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেয়া হলো:

(১) প্রার্থী কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটসহ উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম (এ ঘর খালি রাখা যাবে না, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে নিরক্ষর, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করতে হবে। তবে বাস্তবে এমনও হতে পারে যে সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট কোন প্রার্থীর কাছে নেই। সেক্ষেত্রে সর্বশেষ যোগ্যতা এমএ তবে সময়াভাবে তা সংগ্রহ করতে না পারায় বিএ পাশের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হলো- এভাবেও তথ্য দেয়া যেতে পারে);

(২) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলা আছে কিনা: এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য দিতে হবে।

(৩) অতীতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে তার রায় কি ছিল? (প্রার্থী সকল তথ্য প্রদান করবেন এটাই প্রত্যাশিত। তবে অতীতের মামলা সংক্রান্ত, বিশেষ করে অনেক পুরনো হলে, বিশদ তথ্য প্রার্থীর কাছে সঙ্গত কারণেই নাও থাকতে পারে। তাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়ে গেছে, বা খালাস পেয়েছেন অথবা অনেক আগে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এমন ক্ষেত্রে বিশদ তথ্য না দিতে পারার কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হবে না। তবে দন্ডিত হয়ে থাকলে এবং সহজলব্য তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ না করার বিষয় প্রমাণিত হলে মনোনয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না);

(৪) পেশার বিবরণী (বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে):

(৫) আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ: আয়কর রিটার্ন এবং মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদত্ত অনুরূপ তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সমীচীন।

(৬) প্রার্থীর নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায় এর বিবরণী (উল্লেখ্য যে, প্রার্থীর টিআইএন নম্বর, সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ফরম-২১ ও তাঁর সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ব্যতীত মনোনয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। আয়কর রিটার্নের কপি গেজেটেড কর্মকর্তা/আয়কর আইনজীবীর মাধ্যমে প্রত্যয়ন করলেও গ্রহণযোগ্য হবে);

(৭) ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা এবং থাকলে ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং এর কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হয়েছিল এ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ইতোপূর্বে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলেই কেবল এটি প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলে 'প্রতিশ্রুতি নেই' অথবা 'অর্জন নেই' ইত্যাদি লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে);

(৮) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী কর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যও সঠিকভাবে দিতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

২। **মনোনয়নপত্রের সাথে অন্যান্য কাগজাদি দাখিল:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেক মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের পাশাপাশি অনলাইনেও মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান আছে। সরাসরি অথবা অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের সাথে ০৮টি তথ্য সম্বলিত হলফনামা ছাড়াও সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-২০ অনুসারে), সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয় বিবরণী (ফরম-২১ অনুসারে) দাখিল করতে হবে। সেই সাথে প্রার্থী টিআইএন নম্বরসহ সর্বশেষ আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে খোলা ব্যাংক একাউন্টের নাম ও নম্বর মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদত্ত হলফনামার নমুনা অনুসারে ৩০০/- (তিনশত) টাকা বা সর্বশেষ ধার্যকৃত মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অথবা যেক্ষেত্রে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প দুষ্প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে সমপরিমাণ টাকার কোর্ট ফি সংযোজন করে নোটারী পাবলিক বা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হলফনামা সম্পাদন করে সংযুক্ত করতে হবে। দাখিলকৃত হলফনামার তথ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তথ্য প্রদানের সুবিধার্থে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাবে। যদি কোন প্রার্থী হলফনামা দাখিল না করেন বা দাখিলকৃত হলফনামায় কোন অসত্য তথ্য প্রদান করেন বা তথ্য গোপন করেন বা হলফনামায় উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল না করেন তাহলে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে। হলফনামা ও অন্যান্য তথ্যাদি মনোনয়নপত্র জমাদানের দিন থেকে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং এ তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে। কাজেই প্রার্থী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল তথ্য দিলে তথ্য প্রকাশের পর তার দায় এড়াতে পারবেন না।

৩। **হলফনামাসহ ফটোকপি সরবরাহ:** প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সাথে মূলকপিসহ ০২(দুই) কপি অতিরিক্ত ফটোকপি করে হলফনামা, সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয় বিবরণী, আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। এজন্য হলফনামার একটি মূল কপি ও দু'টি ফটোকপি জমা দিতে হবে। উক্ত ০৩ কপি হলফনামার মধ্যে মূল কপিটি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে, ০১ কপি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে টাংগিয়ে দিতে হবে এবং বাকি ০১ কপি থেকে বিভিন্ন এনজিও, সংবাদ মাধ্যম, সুশীল সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তি ফটোকপি করে নিতে পারবেন। এনজিও, সংবাদ মাধ্যম, সুশীল সমাজ বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ফটোকপি নিজেরাই করে নেবেন।

৪। **কাউন্টার এফিডেভিট ও সম্পূরক এফিডেভিট:** প্রার্থী ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের সামনে হলফনামার মাধ্যমে সত্য তথ্য প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। অতএব তিনি কোন ভুল তথ্য দিলে তার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি এই মর্মে অন্য একটি শপথনামা প্রদান করেন যে প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্য যথার্থ নয় এবং তিনি তার সমর্থনে দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারেন, তবে তা কাউন্টার এফিডেভিট হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোন ব্যক্তি কাউন্টার এফিডেভিট প্রদান করলে তাকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এরূপ কাউন্টার এফিডেভিট বিবেচনায় নেবেন। তাছাড়া হলফনামার মাধ্যমে দাখিলকৃত তথ্যের কোন সংশোধন থাকলে বা অতিরিক্ত কোন কিছু থাকলে তা প্রদানের জন্য সম্পূরক এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে।

৫। **হলফনামার তথ্যাবলী প্রচার:** হলফনামার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি লিফলেট আকারে ভোটারদের মাঝে প্রচার করতে হবে এবং নির্বাচন এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হাট-বাজারে বা অন্য জনাকীর্ণ স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকন্তু এ সব তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হবে। ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিল করার সাথে সাথে হলফনামা, সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-২০), সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী (ফরম-২১), প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের অনুলিপি স্ক্যান করে পিডিএফ ফাইলরূপে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে Election Management System (EMS) এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে এ কাজের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে স্ক্যানার, ল্যাপটপ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রদানের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত ৮টি তথ্য সম্বলিত লিফলেট A4 সাইজ বা সুবিধাজনক আকার ও মানের কাগজে তৈরি করতে হবে এবং লিফলেটের নমুনা এতদ্‌সংগে সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-ক)। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের পরামর্শক্রমে সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার অথবা উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার উল্লিখিত লিফলেট প্রস্তুত ও মুদ্রণ করবেন।

৬। **মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতি:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপীদের তথ্য, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী মামলা সম্পর্কিত তথ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি আয়কর রিটার্নের তথ্য, ঠিকাদার বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন প্রার্থীদের তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য স্থানীয়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাইয়ের সময় তাদের প্রদত্ত তথ্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ/বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

৭। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৭/১১/২০২৩

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

মোঃ আতিয়ার রহমান
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৫৪

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ২৭ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৯. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১০. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
১৭. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৩. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার..... (সকল)
৩০. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩১. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৭/১১/২০২৩

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩খ) অনুসারে প্রার্থী হলফনামার মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যাবলী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম: .....

ক। **প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা**: .....

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা:

(২) বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত কিনা?

(৩) অতীতে কোন ফৌজদারী মামলা হয়েছিল কিনা? হলে মামলার ফলাফল কি?

(৪) পেশা/জীবিকা:

(৫) আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

(৬) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী:

(ক) অস্থাবর সম্পত্তি
(খ) স্থাবর সম্পত্তি
(গ) দায়-দেনাসমূহ

(৭) ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা? থাকলে জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণে কোন ভূমিকা ছিল কিনা?

(৮) ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী: